দৈনিক খবর

তারিখ 07 OCT 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

দুই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশও ফাইল বন্দী

ঢাকা ভার্সিটি রাইফেল ক্লাবে অনিয়ম-দুর্নীতি ঃ ১৪ মাসেও প্রতিকার নেই

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাবের প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উধাও হয়ে যাওয়াসহ ক্লাবের অব্যবস্থাপনা, অনিয়ন ও দুর্নীতির বিষয়টি প্রমাণিত হবার ১৪ মাস পরেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেননি। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ফাইলবন্দী হয়ে আছে নয় মাস।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাবের অস্ত্র

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি রাইফেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুলীর অপব্যবহার, ইচ্ছেমত বিধি বহির্ভূতভাবে বেচাকেনাসহ বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য ১৯৮৮ সালের ১০ই মার্চ অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সভায় অধ্যাপক কে এম মোহসীনকে চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক এ বি এম খালেদ ও ডঃ পরেশ চন্দ্র মন্ডলকে সদস্য করে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন তদন্ত করে তদন্ত কমিটি ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে রিপোর্ট পেশ করে। তদন্তে রাইফেল ক্লাবের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী এবং বিধি বহির্ভূতভাবে অস্ত্র বেচা-কেনা আদান-প্রদান ও বিপুলসংখ্যক গুলীর ঘাটতি ধরা পড়ে। আর্থিক অনিয়মসহ আরো কিছু অভিযোগও তদন্তে প্রমাণিত হয় এবং অস্ত্র ও গুলী সংক্রান্ত এ সকল মারাত্মক অভিযোগ আরো সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়।

জানা গেছে, এই তদন্ত রিপোর্ট ১৯৮৯ সালের ২৪শে জুলাই চূড়ান্ত হয় এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। তদন্ত রিপোর্ট পাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংক্রান্ত হওয়ায় বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সিআইডি একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে।

সূত্র জানায়, গত '৮৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেয়া এক চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাব প্রসঙ্গে বলা হয়, বিষয়টি অত্র মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাবের অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণের অনিয়ম অনুসন্ধানের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাব অস্ত্র ও গুলী বেচাকেনা এবং আদান-প্রদানে ক্লাবের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী ও বিধি বহির্ভূত কাজ করেছে। উক্ত ক্লাব পরিচালনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও ক্লাবের গঠনতন্ত্রের নিয়ম-নীতির পরিপন্থী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছে। এ সকল অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ প্রতিরোধকল্পে ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠিতে অনুরোধ করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠির প্রেক্ষিতে গত ১৭ই জানুয়ারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যকে দেয়া এক চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাইফেল ক্লাবের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ চিঠি পাবার পরেও ৮/৯ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে কিংবা শৃংখলা বোর্ডের সভায় উত্থাপিত হয়নি। অজ্ঞাত কারণে ফাইলবন্দী বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতেই আসছে না।